

## 💵 কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নিষিদ্ধ কর্মকান্ড

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নিষিদ্ধ কর্মসমূহ রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

৮১. অন্যের নিকট নিজের সাধৃতা ও স্বচ্ছতা বর্ণনা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তোমরা নিজেদের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই (নিশ্চিত) জানেন সত্যিকার মুপ্তাকী কে"? (নাজম : ৩২)

তাই তো ইউসুফ (আঃ) তাঁর নিজ সম্পর্কে বলেন। যা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে উলেলখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

"আমি নিজকে পবিত্র ও নির্দোষ বলছি না। কারণ, মানব প্রবৃত্তি তো নিশ্চয়ই মন্দ প্রবণ। কিন্তু সে নয় যাকে আমার প্রভু দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। (ইউসুফ : ৫৩)

মুহাম্মাদ বিন্ 'আমর বিন্ আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি খুব আদর করে আমার একটি মেয়ের নাম ''বার্রাহ্'' তথা নেককার বা কল্যাণময়ী রেখেছিলাম। একদা যায়নাব বিনতে আবু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) উক্ত নাম শুনে বললেন: রাসূল (সা.) এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। কোন এক সময় আমারও এই নাম ছিলো। তখন রাসূল (সা.) উক্ত নাম শুনে বললেন:

"তোমরা কখনো নিজের সাধুতা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই (নিশ্চিত) জানেন সত্যিকার নেককার বা কল্যাণময়ী কে ? তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন: তা হলে আমরা ওর নাম কি রাখবো ? তখন রাসূল (সা.) বললেন: তোমরা ওর নাম যায়নাব রাখো"।[1]

তবে একান্ত কোন শরয়ী কল্যাণ বিনষ্ট হওয়ার প্রবল ধারণা হলে নিতান্ত প্রয়োজনে নিজের সাধুতা ও স্বচ্ছতা বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমনিভাবে ইউসুফ (আঃ) মিশরের তৎকালীন অধিপতির নিকট নিজের জ্ঞান ও আমানতদারিতার বর্ণনা অকপটে তুলে ধরেন। তিনি বলেন। যা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

"সে (ইউসুফ) বললোঃ আমাকে কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি ভালো সংরক্ষণকারী অতিশয় জ্ঞানবান"। (ইউসুফ: ৫৫)





>

## ফুটনোট

[1] (মুসলিম, হাদীস ২১৪২)

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11331

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন